গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
web: www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-৬০৭

তারিখঃ ১৫/০৬/২০১৮খ্রিঃ
সময়ঃ বিকাল ৩.০০টা

বিষয়ঃ <u>দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।</u>

<u>পাহাড় ধসঃ</u>

খাগড়াছড়িঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় গত কয়েকদিনের টানা বর্ষণের ফলে পাহাড়ী ঢলে চেঙ্গী নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় পৌরসভাসহ অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়। বর্তমানে নদীর পানি কমে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্লাবিত এলাকার পানি সরে যাচ্ছে। খাগড়াছড়ি পৌরসভা ও ৫ টি উপজেলায় বেশ কয়েকটি আশ্রয়কেন্দ্রে কিছু পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। প্লাবিত এলাকার পানি কমে যাওয়ায় আশ্রয়কেন্দ্রের লোকজন নিজ নিজ বাড়ীঘরে ফিরে যাচ্ছে। বাকী উপজেলা হতে কোন ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

চট্টগ্রামঃ জেলা প্রশাসক জানান যে, গত ০৯ জুন ২০১৮ খ্রি: হতে অবিরাম / ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট প্লাবনে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান, রাংগুনিয়া, হাটহাজারী, সীতাকুন্ড, ফটিকছড়ি, সাতকানিয়া এবং বাঁশখালী উপজেলায় বিপুল সংখ্যক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলাধীন অন্যান্য উপজেলার নিম্নাঞ্চলসমূহে প্লাবিত হয়ে বহু পরিবার এবং রাস্তাঘাট ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মহানগর ও উপজেলার ঝুঁকির্পূণ পাহাড় এলাকা থেকে লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার ব্যস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গত ১২/৬/১৮এবং ১৩/৬/২০১৮খ্রিঃ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় ঢলের পানিতে ভেসে গিয়ে ২ জনের এবং মাটির ঘরের দেয়াল চাপা পড়ে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

১।	মোঃ তৈয়ব (২৮), পিতা- মৃত নুর মোহাম্মদ (ঢলের পানিতে ভেসে গিয়ে)	কদল তালুকদার বাড়ী, ৮ নং ওয়র্ড, নাজিরহাট পৌরসভা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
২।	ওয়াজ খাতুন (৮২), স্বামী- মৃত শামছুল ইসলাম (মাটির ঘরের দেয়াল চাপা পড়ে)	হামিদ আলী মিস্ত্রীর বাড়ী, শাহ নগর, লেলাং, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৩।	সুমন নাথ(৩০) পিতা-বাদল নাথ	পূর্ব ফরহাদা বাদ ৮নংওয়ার্ড নাজিরহাট পৌরসভা,ফটিকছড়ি,চট্রগ্রাম।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দেয়া বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক জেলার সবগুলো উপজেলায় মোট ৯৯ মেট্রিকটন জিআর চাল এবং জিআর ক্যাশ ৫,৪০,০০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

- **রাংগামাটি এবং কক্সবাজার জেলা থেকে পাহাড় ধসে প্রাণহানির নতুন কোন খবর পাওয়া যায় নাই।**
  **** পাহাড় ধস/পাহাড়ী ঢলের কারণে এ পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা ১৭ জন।**

<u>সর্বশেষ আবহাওয়া পরিস্থিতি</u>

মৌসুমী বায়ু উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী থেকে প্রবল অবস্থায় আছে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় গভীর সঞ্চালণশীল মেঘমালার সৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং সমুদ্র বন্দরসমুহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।
চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমুহকে ০৩ (তিন) নম্বর পুনঃ ০৩ (তিন) নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।
উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমুহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে। সেই সাথে তাদেরকে গভীর সাগরে বিচরণ না করতে বলা হয়েছে।

আজ ১৫/০৬/ ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমুহের জন্য আবহাওয়ার পুর্বাভাস: খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ এবং সিলেট অঞ্চলসমুহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পুর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কি. মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমুহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পুর্বাভাসঃ

পুর্বাভাসঃ রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়, ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়া ও বিজলী চমকানোসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এবং দেশের অন্যত্র আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকতে পারে। সেই সাথে সিলেট বিভাগে মাঝারী ধরণের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপপ্রবাহ: খুলনা বিভাগসহ রাজশাহী, টাঙ্গাইল, মাদারীপুর, ফরিদপুর, রাজশাহী ও পাবনা অঞ্চলসমুহের উপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে এবং তা পাশ্ববর্তী এলাকায় বিস্তার লাভ করতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন) ঃ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের প্রবনতা হ্রাস পেতে পারে।

গত ২৪ ঘন্টার উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গতকাল সকাল ৯.০০টা থেকে আজ সকাল ৯.০০টা পর্যন্ত**) :**

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
কানাইঘাট	২৩২.০	শেওলা	১৪৭.০
সিলেট	১১৫.০	সুনামগঞ্জ	১১০.০
জকিগঞ্জ	১২১.০	কমলগঞ্জ	১৪০.০
লালাখান	১৫৭.০	শেরপুর-সিলেট	১০৫.০
জাফলং	১৪৮.০	লরেরগড়	১৫০.০
সিরাজগঞ্জ	১০০.০	ইটাখোলা	১০৫.০

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৬.৬	৩২.০	৩৫.৫	৩০.৮	৩৬.৩	৩৪.৬	৩৭.৮	৩৫.৩
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৩.৭	২৪.০	২৪.০	২৩.১	২৬.৪	২৪.২	২৭.০	২৯.০

দেশের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা: সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যশোর ৩৭.৮° এবং সর্বনিম্ন শ্রীমংগল ২৩.১° সেঃ।

নদ-নদীর সর্বশেষ অবস্থা:

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	**৯৪**	অপরিবর্তিত	০৫
বৃদ্ধি	৫৬	তথ্য পাওয়া যায় নাই	০৮
হ্রাস	২৫	বিপদসীমার উপরে	১২

নদ-নদীর সর্বশেষ অবস্থা:

অদ্য নিম্নবর্ণিত ১২ টি পয়েন্টে নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

পানি সমতল স্টেশন	নদীর নাম	আজকের পানি সমতল (মিটার)	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-)(সে.মি.)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
কানাইঘাট	সুরমা	১৩.৯০	+৯৮	+১৬৫
সিলেট	সুরমা	১০.৪৫	+১০৭	+৩০
অমলশীদ	কুশিয়ারা	১৬.৭৮	+১৩৮	+১৮৩
শেওলা	কুশিয়ারা	১৩.৬০	+১০২	+১১০
শেরপুর-সিলেট	কুশিয়ারা	৮.৩৭	+৪৫	+৩২
সারিঘাট	সারিগোয়াইন	১১.৭৫	+২	+০
মনু রেলওয়ে ব্রীজ	মনু	১৮.১০	-৫০	+৯৫
মৌলভীবাজার	মনু	১২.০৬	+৩০	+১৩৬
বাল্লা	খোয়াই	২২.৮০	-১৩৬	+১৪৮
হবিগঞ্জ	খোয়াই	৮.৪৫	+৫৫	+৩০
কমলগঞ্জ	ধলাই	১৯.৩৯	+৮৯	+৫৪
লামা	মাতামহুরী	১২.৫২	+২২৭	+২৭

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- ব্রহ্মপুত্র -যমুনা,গঙ্গা-পদ্মা এবং আপার মেঘনা অববাহিকার প্রধান নদ নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে,অপরদিকে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী অববাহিকার নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে।
- আগামী ৪৪ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং গঙ্গা-পদ্মা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে।
- বাংলাদেশ ও ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন ভারতের প্রদেশসমুহে মাঝারী থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার সুরমা, কুশিয়ারা , মনু ও খোয়াই নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।ফলে সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার কতিপয় স্থানে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে।

ভারী বর্ষণের সতর্কবাণী:

প্রবল মৌসুমী বায়ুর কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় গভীর সঞ্চালণশীল মেঘমালা সৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। এর প্রভাবে আজ (১৫ জুন, ২০১৮) দুপুর ১২:০০ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ময়মনংিহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ ভারী (৪৪-৮৮ মি.মি.) থেকে অতিভারী (>৮৯ মি.মি.) বর্ষণ হতে পারে। অতি ভারী বর্ষণের কারণে সিলেট বিভাগের পাহাড়ী এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধ্বসের সম্ভাবনা রয়েছে।

বজ্রপাতে মৃত্যুর তথ্যাদিঃ

গতকাল ১৩/৬/২০১৮খ্রিঃ তারিখ চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় ০১(এক) ব্যক্তি বজ্রপাতে মারা গিয়েছে।

ক্রঃনং	জেলার নাম	মৃতের সংখ্যা	নাম, ঠিকানা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গৃহীত কার্যক্রম
১।	চট্রগ্রাম	১	মো:ছাপা(৭০),পিতা-মৃত আলী হোসেন ,গ্রাম-হালিমপুর,১নং রাজা ইউনিয়ন,উপজেলা-রাংগুনিয়া,জেলা-চট্রগ্রাম। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দেয়া বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০,০০০টাকা আর্থিকসাহায্য প্রদানকরা হয়েছে।

জানুয়ারী/১৮ হতে এ পর্যন্ত সারাদেশে বজ্রপাতে সর্বমোট মৃতের সংখ্যা= ২২৯ জন।

বাঁধ ভাংগন:

মৌলভীবাজার :

জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার তাঁর পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে এ জেলায় সকল নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ৪টি উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। বর্তমানে বৃষ্টিপাতের ধারা অব্যাহত আছে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রেরিত তথ্য মোতাবেক অত্র জেলার শ্রীমংগল উপজেলায় ৫টি ইউনিয়নের ২০৯০টি পরিবারের ৭৩০০জন, কুলাউড়া উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের ২৫০০টি পরিবারের ১৫০০০ জন ও কমলগঞ্জ উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ৫১২৪টি পরিবারের ৩৫৫২০ জন এবং রাজনগর উপজেলার ২টি ইউনিয়নের ৫০০ পরিবারের ২৫০০ জন লোক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে তারা পানি বন্দি অবস্থায় আছে। সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ের মাধ্যমে উদ্ধার/সহায়তা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহ জেলাপ্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিদর্শন করা হযেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষনিকভাবে ১২৩ মেঃটন জিআর চাল ও ১,৫০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

ফেনী:

জেলা প্রশাসক, ফেনী তাঁর পত্রের মাধ্যমে জানান যে, বিগত ১০ জুন ২০১৮ হতে ১২ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ী ঢলের প্রভাবে ফেনী জেলার মুহরী ও সিলোনিয়া নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমা অতিক্রম করায় মহরী নদীর ফুলগাজী উপজেলার অংশে ৮টি স্থানে ভাংগনের ফলে ফুলগাজী উপজলোর ৫টি ইউনিয়নের ২০টি গ্রামের ৩৫০০ পরিবারের ৬৯৬টি ঘরবাড়ী আংশিক ও ৪টি ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় এবং পরশুরাম উপজেলার অংশে মহরী নদীর বাঁধের ৪টি স্থানে ও সিলোনিয়া নদীর ২টি স্থানে ভাংগনের ফলে চিথলিয়া ও মির্জানগর ইউনিয়নের ১৯টি গ্রামের ২২৫০টি পরিবারের ৭০০ ঘরবাড়ী আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ছাগলনাইয়া উপজেলার ১০গ্রামের ৫৯৮পরিবারের ১৯৩টি ঘরবাড়ীআংশিক ও ৭ টিঘরবাড়ী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক পরশুরাম উপজেলার ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষনিকভাবে ১,৫০,০০০/- টাকার শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে এবং ফুলগাজী উপজেলার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ৪টি পরিবারের ঘরবাড়ী পুনঃনির্মাণের জন্য ৮ বান্ডিল ঢেউটিন ও ২৪,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছেএবং ২ মে:টন জিআর চাউল প্রদান করাহয়। ছাগলনাইয়া উপজেলার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ঘরবাড়ী পুনঃনির্মাণের জন্য ১৪ বান্ডিল ঢেউটিন ও ৪২,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

অগ্নিকান্ড: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর কন্ট্রোল রুমে কর্মরত কর্মকর্তা জানান যে, আজ উল্লেখযোগ্য কোন অগ্নিকান্ডের খবর পাওয়া যায় নাই।

বিবিধ তথ্যাদিঃ

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম জানান যে, গত ১৩/৬/২০১৮খ্রিঃ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলায় হাতির আক্রমনে ৬০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে।

ক্রঃনং	জেলার নাম	মৃতের সংখ্যা	নাম, ঠিকানা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গৃহীত কার্যক্রম
১।	**চট্রগ্রাম**	১	মো:ইউনুস (৬০) পিতা-মৃত সিরাজুল ইসলাম,গ্রাম- চুড়ামনি, ইউনিয়ন-এওসিয়া, উপজেলা-সাতকানিয়া,জেলা-চট্রগ্রাম। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দেয়া বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০,০০০টাকা আর্থিকসাহায্য প্রদানকরা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত/১৫.০৬.২০১৮
(জি, এম, আব্দুল কাদের)
যুগ্মসচিব (এনডিআরসিসি)
ফোন:৯৫৪৫১১৫

সদয় অবগতি/ প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতা /পদ মর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। মহা-পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৮। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশাসন/দুব্যঃ/ত্রাণ/ত্রাণ প্রশাসন/ দুব্যক-২/ সমন্বয় ও সংসদ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৯। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, বা/এ,মহাখালী, ঢাকা।
১০। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২। যুগ্ম সচিব (শরনার্থী সেল প্রধান /প্রশাঃ/ সেবা/দুব্যক-১/প্রশিক্ষণ/ আইন সেল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৩। পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪। পরিচালক-৪, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।fax-9145038
১৫। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৬। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)
১৭। উপসচিব (দুব্যক-১)/দুব্যক-২/প্রশাঃ-১/বাজেট/অডিট/ত্রাণ প্রশাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উপ-প্রধান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৮। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার----------(সকল)
২০। প্রধানমন্ত্রীর প্রটোকল অফিসার,প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,তেজগাঁও,ঢাকা।
২১। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হলো।
২২। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
২৩। মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ওত্রান মন্ত্রণালয়।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭**X২৪**) খোলা আছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য NDRCC'র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ email নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ NDRCC'র টেলিফোন নম্বরঃ, **যুগ্ম-সচিব(এনডিআরসিসি), ০১৫৩৬-২৩৯২৬০,** ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; **ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০।** EMAIL: **ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com**